হিসাব খোলার এবং পরিচালনার নিয়ম-নীতি ও শর্তসমূহ:

এই চুক্তিপত্র (Agreement) হিসাবধারী (গণ) ও **সিটিজেনস্ ব্যাংক পিএলসি**-র মধ্যে সম্পাদিত হলো। এই হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং-এর নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে। হিসাব খোলার ফরমে স্বাক্ষর বা বায়োমেট্রিক প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক এই চুক্তির সকল বর্তমান ও সংশোধিত শর্তসমূহ মেনে চলতে সম্মতি প্রদান করলেন।

১. মূলনীতিসমূহ:

ক. আল ওয়াদীয়াহ্ নীতি (Al-Wadiah Principle):

এটি হিসাবধারী গ্রাহক এবং সিটিজেনস্ ব্যাংক পিএলসি'র মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক একটি আল-অদী'য়াহ্ চুক্তি। আল-ওয়াদিয়াহ নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে এবং বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফা বা লোকসানে গ্রাহক অংশীদার হবেন না। ব্যাংক 'চাহিবা মাত্র' অথ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। তাছাড়া, চলতি হিসাব খোলার জন্য ন্যূনতম ১০০০/- টাকা প্রাথমিক জমা ও স্থিতি থাকতে হবে। সরকারি ভ্যাট, কর এবং ব্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণ ফি/চার্জ নিয়মিতভাবে কর্তন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পিএসডি সার্কুলার নং ৯/২০২০ এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত/সংযোজিত লেনদেন সীমা ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিমালা প্রযোজ্য হবে।

খ. মুদারাবা নীতি (Mudaraba Principle):

এটি হিসাবধারী গ্রাহক এবং সিটিজেনস্ ব্যাংক পিএলসি'র মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক একটি মুদারাবা চুক্তি। এখানে হিসাবধারী গ্রাহক হচ্ছে "সাহিব আল-মাল" (অর্থের মালিক) এবং ব্যাংক হচ্ছে "মুদারিব" (কারবার সংগঠক)। ব্যাংক এই অর্থ জমাগ্রহণ করে এবং জমাকৃত অর্থ শুধুমাত্র ইসলামী শরী'আহ্ সম্মতভাবে বিনিয়োগ করে। ব্যাংক মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ..... ভাগ মুদারাবা হিসাবধারীদের মধ্যে ওয়েটেজের ভিত্তিতে বণ্টন করে। ব্যাংকের অবহেলা ব্যতীত কোনো লোকসান হলে তা মুদারাবা হিসাবধারীগণ বহন করবে। এছাড়া ইসলামী শরীয়াহ্ বর্ণিত মুদারাবা চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

২. মুনাফা বণ্টনের নিয়ম:

ক. দৈনিক স্থিতির (উধরষু ইধষধহপব) ভিত্তিতে মুনাফা হিসাব করা হবে ।
খ. বণ্টনযোগ্য বিনিয়োগ আয় থেকে 'প্রফিট ইক্যুয়ালাইজেশন প্রভিশন' বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ বণ্টন করা হবে।
গ. সঞ্চয়ী ও স্পেশাল নোটিস হিসাবের মুনাফা বছরে দুইবার সাময়িক হারে (যা পরিবর্তনযোগ্য) প্রদান করা হবে।

৩. বিভিন্ন হিসাবের বিশেষ শর্তাবলি:

হিসাবের ধরন	হিসাবের ধরন মূল শর্তসমূহ
সিটিজেনস্ জুনিয়র সেইভার (CJS)	- ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য; অভিভাবক দ্বারা পরিচালিত হবে। - ১৮ বছর পূর্ণ হলে এটি 'MSA' হিসেবে রূপান্তরযোগ্য । - অসহায় ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে এবং ফ্রি ডেবিট কার্ড পাওয়া যাবে। - মাইনর হিসাবধারীর নামে ইস্যুকৃত চেকের মাধ্যমে হিসাব পরিচালনাকারী অভিভাবক তার নিজ স্বাক্ষরে লেনদেন করতে পারবেন অথবা জরুরি প্রয়োজনে ফান্ড ট্রান্সফার করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। - ব্যাংকের অন্যান্য নিয়ম অনুসরণ করে বিনা খরচে এটিএম/ডেবিট কার্ড ইস্যু করা যাবে - হিসাবটিকে লিংক করে মাইনরের নামে এক বা একাধিক MTDA/MMPDS/MMSS/MHDS হিসাব খুলতে পারবেন; যা সংশ্লিষ্ট হিসাবের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম-নীতি ও শর্ত অনুসরণ করে পরিচালিত হবে। এজন্য 'বেনিফিশিয়াল ওনার' ফরম পূরণ করতে হবে। - ব্যাংকের অন্যান্য নিয়ম অনুসরণ করে বিনা খরচে এটিএম/ডেবিট কার্ড ইস্যু করা যাবে
মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ও সঞ্চয়ী হিসাব (MSND)	- মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব এবং মুদারাবাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব সমূহের ক্ষেত্রে 'প্রারম্ভিক জমা' এবং মুনাফা পাওয়ার জন্য 'ন্যূনতম স্থিতি'র পরিমাণ নির্ধারণ/পরিবর্তনের ক্ষমতা ব্যাংক সংরক্ষণ করে। এরূপ আরোপ বা পরিবর্তন সময়ে সময়ে সার্কুলারের মাধ্যমে অবহিত করা হবে। - দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে মুনাফার হিসাব চূড়ান্ত করা হবে; তবে বছরে দুইবার- জুন এবং ডিসেম্বরে তা আকলন করা হবে ।
টার্ম ডিপোজিট (MTDA)	- মেয়াদ শেষে নগদায়ন না করলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী মেয়াদের জন্য নবায়ন হবে । - ১ মাসের পূর্বে নগদায়ন করলে কোনো মুনাফা নেই। ১ মাস পর নগদায়ন করলে MSA-এর মুনাফা পাবে অথবা তার নিকটতম পূর্বাতন মেয়াদী হিসাবে মুনাফা পাবে। সাথে অবশিষ্ট দিনের জন্য মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্ট (MSA) হারের মুনাফা পাবেন।
মাসিক মুনাফা স্কিম (MMPDS)	- ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নগদায়ন করলে কোনো মুনাফা প্রদান করা হবে না। - হিসাব খোলার ৬ মাস পর মেয়াদপূর্ব নগদায়ন করা হলে সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্টের মুনাফার হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। - মেয়াদপূর্ব নগদায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাসসমূহে প্রদত্ত মুনাফা আসলের সাথে সমন্বয় করে অবশিষ্ট অর্থ লিংক হিসাবে জমা করা হবে।
মুদারাবা সঞ্চয় স্কিম (MDSS)	- পরপর ৬মাস কিস্তির টাকা জমা করতে ব্যর্থ হলে হিসাবটি বন্ধ হয়ে যাবে। - ১ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নগদায়ন করলে কোনো মুনাফা পাবে না। - ১ বছরের পর কিন্তু ৩ বছরের পূর্বে নগদায়ন করলে MSA-এর হারে মুনাফা পাবে এবং ৩ বছরের পরে কিন্তু মেয়াদপূর্তির আগে নগদায়ন করলে তার নিকটতম পূর্বাতন স্কিম অনুযায়ী মুনাফা পাবে। সাথে অবশিষ্ট দিনের জন্য মুদারাবা সেভিংস অ্যাকাউন্ট (MSA) হারের মুনাফা পাবেন।
মুদারাবা মোহর সঞ্চয় স্কিম (MMSDS)	- দেশের যে কোনো বিবাহিত বা অবিবাহিত প্রকৃত নাগরিক, যিনি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, তিনি (MMSDS) এর আওতায় নিজের নামে অথবা তার স্ত্রীর নামে ব্যাংকের নির্ধারিত ও এ উদ্দেশ্যে প্রণীত আবেদনপত্রের মাধ্যমে হিসাব খুলতে পারবেন। - আমানতকারী উল্লেখিত (৫০০ টাকা, ১,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা, ৩,০০০ টাকা, ৪,০০০ টাকা, ৫,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা) থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী মাসিক কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবেন, যাতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মোট মোহরের অর্থ পরিশোধ সম্পন্ন হয়। - ১ (এক) বছরের মধ্যে মেয়াদপূর্তির পূর্বে অর্থ উত্তোলন করা হলে কোনো মুনাফা প্রদান করা হবে না। - ১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার পর কিন্তু ৫ (পাঁচ) বছর পূর্তির পূর্বে হিসাব ভাঙানো হলে মুদারাবা সেভিংস ডিপোজিটের হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে। - ১০ (দশ) বছর মেয়াদি হিসাবের ক্ষেত্রে, যদি ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পর কিন্তু মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব ভাঙানো হয়, তবে প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি হিসাবের প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রদান করা হবে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য মুদারাবা সেভিংস হিসাবের প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
ক্যাশ ওয়াক্ফ (Cash Waqf)	- ক্যাশ ওয়াক্ফ হল স্থায়ী নগদ দান, যার মাধ্যমে একটি স্থায়ী কল্যাণমূলক তহবিল গঠন করা হয়। - ব্যাংক মুতাওয়ালি/ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং ওয়াকফ তহবিল শরিয়াহসম্মত বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ করে। - বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা/উপকারভোগী আয় শুধুমাত্র নির্ধারিত উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। - মূলধন সর্বদা অক্ষত ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে।

৪. সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলি:

০১. বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, ব্যাংকিং রীতি-নীতি এবং ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালা অনুযায়ী হিসাবটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হবে।
০২. প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন এবং দেউলিয়া নয় এমন যেকোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে বা যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
০৩. নিরক্ষর ব্যক্তি প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে হিসাব খুলতে পারবেন। নিরক্ষর ব্যক্তির KYC করতে হবে। এমন ডিপোজিটরের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে।
০৪. দৃষ্টি শক্তিহীন ব্যক্তি নিজের পছন্দের ব্যক্তির সহায়তায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন। গ্রাহক এবং সহায়তাকারী-উভয়ের KYC করতে হবে এবং অর্থ উত্তোলনের সময় উভয়কে সরাসরি উপস্থিত থাকতে হবে।
০৫. প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পর্দানশীল মহিলার ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে। হিসাব খোলার সময় শাখা প্রধান/উইন্ডো প্রধান-এর সম্মুখে গ্রাহক সরাসরি উপস্থিত হবেন এবং তার পরিচিতি নিশ্চিত করবেন।

হিসাব খোলার এবং পরিচালনার নিয়ম-নীতি ও শর্তসমূহ:

০৬. একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসাবটি শনাক্ত করবেন এবং হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তি/ হিসাব পরিচালনাকারীদের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি শনাক্তকারী (Introducer) কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
০৭. মাইনর বা নাবালকের নামে হিসাব খোলা যাবে। সেক্ষেত্রে তার অভিভাবক কর্তৃক হিসাবটি পরিচালিত হবে। নাবালক হিসাবধারী প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে হিসাবধারী কর্তৃক হিসাবটি পরিচালিত হবে। সেক্ষেত্রে হিসাবধারীর সদ্য তোলা ছবি, স্বাক্ষর কার্ড ও নাগরিক সনদপত্রের কপি ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।
০৮. নাবালক ও অভিভাবক উভয়ের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য' ফরম পূরণ করতে হবে এবং উভয় ফরমেই অভিভাবকের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর করতে হবে।
০৯. কোন হিসাবে ম্যান্ডেট প্রদান করলে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরম ও নিয়মনীতি প্রযোজ্য হবে।
১০. প্রতিটি হিসাবের জন্য একটি করে হিসাব নম্বর প্রদান করা হবে। ব্যাংকের নিকট প্রেরিত প্রতিটি চিঠি, নথি ও জমা স্লিপে উক্ত হিসাব নম্বরটি সঠিকভাবে লিখতে হবে। হিসাব নম্বর ভুল প্রদানের জন্য যদি কোন তথ্য ভুল হয় তার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
১১. ডিপোজিট স্লিপে জমাকারী তার হিসাবের শিরোনাম এবং নম্বর উল্লেখ করবেন এবং ব্যাংকের উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত রসিদ সংগ্রহ করবেন।
১২. নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা না হলে গ্রাহককে চেক বই প্রদান করা হবে না।
১৩. ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ও সরবরাহকৃত চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে 'হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন'-এর সকল প্রযোজ্য ধারা বলবৎ হবে।
১৪. গ্রাহক তার নিকট গচ্ছিত চেকবইয়ের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। চেকের পাতা বা বই হারিয়ে গেলে অথবা এর অপব্যবহার রোধে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শাখাকে দ্রুত অবহিত করতে হবে এবং অতঃপর লিখিতভাবে তা নিশ্চিত করতে হবে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে গ্রাহকের চেক দ্বারা কোনরূপ ক্ষতিসাধন হলে কোনভাবেই ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
১৫. উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনকরতঃ এবং নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে অব্যবহৃত চেকের পাতা ফেরত প্রদান করে গ্রাহক তার হিসাব যেকোন সময় বন্ধ করতে পারবেন।
১৬. অন্য কোন ব্যাংকের অথবা বাইরের শাখার কোন চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে তা শুধুমাত্র সংগ্রহ সাপেক্ষে হিসাবে জমা করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ আরোপ করা হবে।
১৭. ব্যাংক 'স্টপ পেমেন্ট'-এর নির্দেশনা সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করবে। তবে স্টপ পেমেন্ট-কৃত চেকের দ্বারা কোন প্রতারণামূলক উত্তোলন সংগঠিত হলে ব্যাংক কোনভাবেই দায়ী থাকবে না।
১৮. হিসাবধারীকে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন এবং সকল পত্রযোগাযোগের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রে প্রদত্ত নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে। নমুনা স্বাক্ষর পরিবর্তন করতে হলে হিসাব পরিচালনাকারীকে পূর্বেই লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আঙ্গুলের ছাপ প্রদান করতে হবে।
১৯. বাংলাদেশ ব্যাংকের রেগুলেশন অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব থেকে প্রয়োজনীয় খরচ/পোস্টাল চার্জ/ফিস/কমিশন/সার্ভিস চার্জ/আনুষঙ্গিক খরচ/আবগারি শুল্ক/হিসাব বন্ধ চার্জ, ইত্যাদি সময়ের কর্তন করার অধিকার রাখে। এছাড়াও ব্যাংক সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত যেকোন ট্যাক্স হিসাব থেকে কর্তন করবে।
২০. হিসাবধারীর এক হিসাবের ডেবিট ব্যালেন্স অপর হিসাবের ক্রেডিট ব্যালেন্সের সাথে সমন্বয় করার অধিকার এবং হিসাবধারীর দায়-দেনা পরিশোধের লক্ষ্যে যেকোন হিসাবের স্থিতি নিরাপত্তা জামানত হিসেবে ব্যবহার করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
২১. ব্যাংক কোন হিসাব থেকে যাকাত বাবদ কোনো কর্তন/ আদায় করবে না। হিসাবের স্থিতি/ অর্জিত মুনাফার উপর যাকাত প্রদানের দায়িত্ব ডিপোজিটরর।
২২. নমিনির ছবি হিসাবধারী/পরিচালনাকারী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
২৩. একক হিসাবের ক্ষেত্রে, ডিপোজিটর মৃত্যুবরণ করলে হিসাব পরিচালনা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং গচ্ছিত অর্থ (বকেয়া সমন্বয়ের পর, যদি থাকে) আইনগত উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিলি-বন্টনের জন্য ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনি(গণ)কে এবং নমিনি না থাকলে আইনানুগ উত্তরাধিকারিগণকে প্রদান করা হবে। একাধিক নমিনির ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে।
২৪. যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে, কোন একজন হিসাবধারী মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরই হিসাব পরিচালনা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং গচ্ছিত অর্থ হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ঘোষণা অনুযায়ী (বকেয়া সমন্বয়ের পর, যদি থাকে) মৃতের আইনানুগ উত্তরাধিকারিগণ এবং জীবিত হিসাবধারীকে প্রদান করা হবে।
২৫. অ-ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে কোন হিসাব পরিচালনাকারী মৃত্যুবরণ করলে হিসাবের স্থিতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আইন বলতে ব্যাংকের ইশতেহার, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটিফিকেশন, ধারা, আদেশ ইত্যাদি ও প্রচলিত ব্যাংকিং রীতিনীতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র/উপবিধি/পার্টনারশিপ ডিড/আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন/মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন/রেজুলুশন ইত্যাদি গণ্য করা হবে।
২৬. ইপিজেড ও অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট-এর হিসাবের লেনদেন/কার্যক্রম, বেপজা/ইপিজেড/বাংলাদেশ ব্যাংক/বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ও আন্তর্জাতিক অফশোর ব্যাংকিং নিয়মনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।
২৭. সকল এফসি, কনভার্টিবল, নন-কনভার্টিবল, নিটা, ব্লকড টাকা হিসাব, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।
২৮. ঠিকানা বা টেলিফোন/মোবাইল নম্বর পরিবর্তন হলে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যাংককে অনতিবিলম্বে অবহিত করতে হবে। ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের সাথে ডাক/কুরিয়ার/ইমেইলে পত্রযোগাযোগ করে থাকে। কোন পত্র (চেক/ বিল) যথাসময়ে বিলি না হলে অথবা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী নয়।
২৯. ব্যাংকের কাছে কোন হিসাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে অথবা অন্য যেকোন কারণে বিনা নোটিশেই যেকোন হিসাব বন্ধ করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
৩০. ব্যাংক হিসাবের সকল ধরনের গোপনীয়তা রক্ষা করে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা/এন্টি মানি লন্ডারিং বিভাগ/বিআইএফইউ/ আদালতের নির্দেশে যেকোন কর্তৃপক্ষকে হিসাব বিবরণী/ স্থিতি প্রকাশের দায় থেকে হিসাবধারী ব্যাংককে অব্যাহতি প্রদান করবেন।
৩১. হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন সেবার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা/ বিপত্তি/বিলম্ব হওয়া বা অন্য কোন কারণে সেবা অকার্যকর হলে, আলাহ প্রদত্ত দুর্যোগ/যুদ্ধ/বেসামরিক এবং শিল্প-সংক্রান্ত বিঘ্ন/ বৈদ্যুতিক/যান্ত্রিক যোগাযোগ বা কম্পিউটার অকার্যকর হলে যা যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা বা স্বাভাবিক ব্যয়ের মাধ্যমে উত্তরণ সম্ভব নয়-ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন কোন অসম্পাদিত কাজের জন্য সিটিজেনস্ ব্যাংককে নিষ্কৃতি প্রদান করতে হবে। এমন বিপত্তিতে কোন লোকসান বা ক্ষতির জন্য ব্যাংককে দায়ী করা যাবে না।
৩২. হিসাবধারী কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত সকল আবেদন, উপদেশ, নির্দেশ-এর প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত কার্য অথবা কার্যসম্পাদন না করার কারণে উদ্ভূত আংশিক/সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতি, ব্যয়, খরচাদি (আইনী খরচসহ), দায়-দেনা এবং ব্যাংকের প্রতি অভিযুক্ত গাফিলতি হতে উদ্ভূত সকল প্রকার দায়-দাবি হতে অত্র ব্যাংক ও তার উত্তরাধিকারী, স্বত্বাধিকারী, পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ এবং প্রতিনিধিবর্গ অক্ষত থাকবেন। অত্র নিরাপত্তা ব্যাংককে তার অমার্জিত অবহেলা অথবা নিরঙ্কুশ অসদাচরণ থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে না।
৩৩. অ্যাকাউন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকল লেনদেন বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, বিধি, অপারেশন সার্কুলার, কিয়ারিং হাউজ বা সমজাতীয় এসোসিয়েশনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে; যা হতে পারে সিটিজেনস্ ব্যাংক বা সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাংকের অনুশীলন ও সেবার সাথে প্রযোজ্য ও সম্পর্কিত।
৩৪. কোন অ্যাকাউন্টে ১০ (দশ) বছর ও তদূর্ধ্ব মেয়াদ পর্যন্ত লেনদেন না হলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টটি 'অদাবীকৃত' (Unclaimed) গণ্য করে ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ৩৫ ধারা পরিপালনকল্পে উক্ত অ্যাকাউন্টের সমুদয় স্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থানান্তর করে দেয়া হবে।
৩৫. ব্যাংকের শরীয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটি প্রয়োজনে সময়ে সময়ে হিসাবের নিয়মাবলি ও শর্তসমূহ সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নতুন নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। অনুরূপ আনীত সংশোধনী, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নতুন নির্দেশনার আলোকে গৃহীত ব্যাংকের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে পরিপালন করার ক্ষেত্রে হিসাবধারী সম্মত থাকবেন।
৩৬. সিটিজেনস্ ব্যাংক পিএলসি যেকোন সময় প্রয়োজন মনে করলে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তসমূহে যেকোন সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন করতে পারবে এবং গ্রাহক তা মেনে নিতে সম্মত থাকবেন। অনুরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যাংক পূর্ব নোটিশ প্রদানে বাধ্য নয়; তবে সিটিজেনস্ ব্যাংক পিএলসি নোটিশ প্রদানের উদ্যোগ নিবে, যা সাধারণ ডাক/কুরিয়ার/ফ্যাক্স/ই-মেইলে প্রেরণ যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রয়োজন হলে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তসমূহের যেকোন পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে অথবা আইন অনুযায়ী কার্যকর হবে।
৩৭. হিসাব পরিচালনার বর্ণিত নিয়ম ও শর্তের ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিলে অথবা নির্দেশনা পাওয়া না গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা/সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৩৮. হিসাব খোলার ফরমে প্রদত্ত স্বাক্ষর অনুযায়ী চেক সহি করতে হবে। স্বাক্ষর পরিবর্তন করলে লিখিতভাবে জানাতে হবে।
৩৯. চেক যদি পোস্ট ডেটেড বা এন্টি ডেটেড, স্টেল চেক অথবা ছেঁড়া হয় তবে অর্থ পরিশোধ করা হবেনা। অপর্যাপ্ত তহবিলের জন্য চেক প্রত্যাখ্যাত হলে ব্যাংক জরিমানা আদায় করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এক্ষেত্রে চেক দ্বারা জালিয়াতি বা প্রতারণার ফলে গ্রাহক বা অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার জন্য কোন অবস্থাতেই ব্যাংক দায়ী হবে না।
৪০. চেক বই, এটিএম কার্ড এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল এপস্ এর মাধ্যমে লেনদেন করা যায়। উল্লেখ্য, গ্রাহক তার চেকবইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন; চেকের অপব্যবহারের জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না। তাছাড়া SMS/Online Service এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য জানা যাবে।
৪১. ই-স্টেইটমেন্ট:
- আমি/আমরা এ ব্যপারে সম্পূর্ণ অবগত এবং সম্মত যে ব্যাংক এনক্রিপটেড ই-মেইল ব্যবহার করে না এবং ইন্টারনেট এনক্রিপটেড নয় বা তথ্য আদান প্রদানের জন্য নিরাপদ মাধ্যম না। ইন্টারনেটে অযাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে তথ্যের পরিবর্তন, ব্যবহার এবং প্রকাশের ঝুঁকি রয়েছে।
- আমি/আমরা এ ব্যাপারে অবগত এবং সম্মত যে, যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানায় কোন নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট তথ্য প্রদাননের ফলে তৃতীয় পক্ষের নিকট এ তথ্যের প্রকাশ, পরিবর্তন বা ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে, যেহেতু উক্ত প্রতষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে ভবিষ্যতে তার কর্মস্থল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আমি/আমরা ইন্টারনেট তথ্য প্রবাহের মাধ্যেম হিসাবে ব্যবহারের কারণে উক্ত তথ্যের প্রদর্শন, পরিবর্তন বা ব্যবহারের ফলে সরাসরি বা উক্ত ঘটনার কারণে সৃষ্ট কোন খরচ, ক্ষতি, দায়িত্ব থেকে ব্যাংককে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দিতে সম্মত। এছাড়া তথ্য প্রবাহে কোন ভুল বা তথ্য প্রবাহে সমস্যার জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।
- আমারা আমাদের আইনগত প্রতিনিধি, সম্পাদনকারী, উত্তরাধিকারী এ ই-স্টেটমেন্ট নিয়মাবলী পালনে আইনত বাধ্য।
- এই ই-স্টেটমেন্ট পরিচালনা পদ্ধতি বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালত হবে। স্টেটমেন্ট ইলেক্ট্রনিক উপায়ে বা মেইলে পাঠানো হলে কাগজের স্টেটমেন্ট পাঠানো রহিত করা হবে।

আমরা উভয়পক্ষ মুদারাবা/ওয়াদী'য়াহ্ হিসাব সংশ্লিষ্ট উপরিউক্ত নিয়মাবলি/ শর্তাবলী পড়েছি এবং উক্ত নিয়মাবলী/ শর্তাবলী মেনে আপনার ব্যাংকে হিসাব পরিচালনায় সম্মত হয়েছি। ভবিষ্যতে উপরোক্ত নিয়মাবলী/ শর্তাবলীর কোন পরিবর্তন/ সংশোধন/সংযোজন করা হলে তা মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

আবেদনকারী(গণ) এর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

শাখা/উইন্ডো প্রধান/ অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ